দৈনিক ইনকিলাব

009

তারিখ 28 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জনাব মওদুদ আহমদ ১৯৪০ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিএ (অনার্স) ও এম.এ. এবং ইংল্যাণ্ডের লিংকনস ইন থেকে বার-এট-ল পাস করেন।

জনাব মওদুদ ছাত্রজীবনে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভাষা

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন। ইংল্যাণ্ডে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই সংস্থা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য আন্দোলন শুরু করে। এ সময় তিনি লণ্ডনে 'এশিয়ান টাইম' ও 'পূর্ব বাংলা' নামে দু'টি সাময়িক সম্পাদনা করেন।

জনাব মওদুদ তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের সপক্ষে ডিফেন্স সংগঠন ও এই উদ্দেশ্যে স্যার থমাস উইলিয়ামসকে নিযুক্তির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'বাংলাদেশ কনটেম্পরারি ইভেন্টস এ্যাণ্ড ডকুমেন্টস' বইটি প্রস্তুত করেন।

তিনি স্বাধীনতার পর সুপ্রীম কোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি জরুরী অবস্থা জারি হলে কারারুদ্ধ হন।

১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩২তম অধিবেশনে যোগ দেন।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং ১৯৭৮ সালের জুন মাসে একই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন।

১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৫ এপ্রিল তিনি উপ-প্রধান মন্ত্রী ও সংসদের উপ-নেতা এবং পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

১৯৮৫ সালে তিনি যোগাযোগ মন্ত্রী হন।

১৯৮৬ সালে দু'টি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর ৯ জুলাই তিনি উপ-প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। চলতি বছরের ৩ মার্চ তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব মওদুদ আহমদ এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের জ্যেষ্ঠ কন্যা সংসদ সদস্যা বেগম হাসনা মওদুদ তাঁর স্ত্রী।

—তথ্য দফতর।